যায়যায়দিন

তারিখ NOV 05 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ক্লাস ওয়ানের দাতভাঙা বাংলা বই

ভাঙা বাংলা বইয়ের কবল থেকে রেহাই পাচ্ছে না কোমলমতি শিশুরা। ঘৃত, কৃষ, অমৃত, আবৃত, কৃষ্টি, মৃগ, মৃদঙ্গ, ভূষণ-এর মতো জটিল, কঠিন, দীর্ঘ ও অপ্রচলিত শব্দ আবারও আয়ত্ত করতে হবে ক্লাস ওয়ানের শিশুদের। শিক্ষাকে আনন্দের একটি মাধ্যম বানানোর পরিবর্তে এসব জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দ শিখিয়ে শিশুদের লেখাপড়ার প্রতি ভীতি তৈরি করা হচ্ছে – এটা খুবই দুঃখজনক।

যায়যায়দিনে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দে ভরা এই বই দিয়েই আগামী বছরের প্রাথমিক পর্যায়ের রই উদ্বোধন করা হবে। শিশুদের ওপর আবারও চাপিয়ে দেয়া হবে ১৬শ'র বেশি শব্দ সম্বলিত বই।

এর আগে দুটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ টিম ক্লাস ওয়ানের বাংলা বইটি শিশুবান্ধব নয় বলে মত দিয়েছিল। এছাড়া শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে এমন এনজিওগুলোর কোয়ালিশন গণসাক্ষরতা অভিযান বইটি মূল্যায়ন করে পরিবর্তনের পক্ষে মত দেয়। কিন্তু তাদের সে মতামতকে উপেক্ষা করে আবারও শিশুদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে দুর্বোধ্য শব্দ যুক্ত বাংলা বই।

বইটিতে রাক্ষস ও শিক্ষক শব্দ দুটি পাশাপাশি রাখা হয়েছে। একজন কোমলমতি শিশুর কাছে রাক্ষস ও শিক্ষক শব্দ দুটি এক সঙ্গে উপস্থাপন করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। পাচ-ছয় বছরের শিশুদের পাঠ্য বইয়ে তিন থেকে চারশ-র বেশি শব্দ থাকা উচিত নয় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কেননা এ বয়সী একটি শিশুরা এর বেশি শব্দ মনে রাখতে পারে না। অথচ *আমার বাংলা বই প্রথম ভাগ*-এ ১৬শ'র ওপর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

জুন মাসে আমরা এক এডিটোরিয়ালে ক্লাস ওয়ানের বাংলা বই-এ দুর্বোধ্য সব শব্দ বাদ দিয়ে নতুনভাবে সহজ শব্দ সম্বলিত বই প্রকাশের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম আনন্দ ও হাসিখুশির মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার জন্য শিশুদের পাঠ্য বইয়ের ছবি ও মেক আপের প্রতি জোর দিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য শিশুদের মানসিক বিকাশের সহায়ক এমন বই প্রকাশের কোনো উদ্যোগই থেকে নেয়া হয়নি।

আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি- জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দযুক্ত বই শিশুদের হাতে তুলে দেয়ার বদলে এই বই পরিবর্তন খুবই জরুরি। এ জন্য যদি পাঠ্যবই দু-এক সপ্তাহ দেরিতেও শিশুদের হাতে পৌছায় সেটি বেশি ক্ষতির কারণ হবে না। বরং জটিল ও কঠিন শব্দভারে আক্রান্ত বই শিশুর মানসিক বিকাশকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করবে।